শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

এর প্রদান কৃত ইলম ও হিকমতে ভরা সুবাসিত মাদানী ফুলের মনমুগ্ধকর পুষ্পধারা

মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত (৬ষ্ঠ অংশ)

জান্নাতিদের ভাষা

(বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

- সর্বোত্তম ভাষা
- লাইটিং এ অতিরিক্ত টাকা খরচ করা কেমন?
- হীনমন্যতা ও এর প্রতিকার
- মন্দ মৃত্যু থেকে মুক্তি কিভাবে অর্জিত হবে?
- আত্মীয়ের উপকারীতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন إِنْ شَآءَ اللّٰه যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রথমে এটি পড়ে নিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে বয়ান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারা এবং তাঁর প্রশিক্ষিত মুবাল্লিগদের মাধ্যমে খুবই স্বল্প সময়ে মুসলমানদের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন, তাঁর সহচর্য থেকে উপকার লাভ করতে অসংখ্য ইসলামী ভাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে হওয়া **মাদানী মুযাকারা**য় বিভিন্ন বিষয়ে যেমন; আক্বিদা ও আমল, ফযীলত ও গুণাবলী, শরীয়ত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী জ্ঞান, দৈনন্দিন বিষয়াবলী এবং আরো অনেক বিষয় সম্পর্কীত প্রশ্ন করে থাকে আর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের প্রজ্ঞাময় এবং ইশকে রাসূলে ভরপুর উত্তর দিয়ে ধন্য করে থাকেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত চিত্তকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুবাশে দুনিয়ার মুসলমানদের সুবাশিত করার পবিত্র প্রেরণায় আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগ এই মাদানী মুযাকারা সমূহ প্রয়োজনিয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে **"আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র"** নামে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। এই লিখিত পুষ্পস্থবক পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله আক্বিদা ও আমল এবং জাহির ও বাতিনের সংশোধন, **আল্লাহ তায়ালা**র ভালবাসা ও ইশকে রাসূলের অশেষ দৌলতের পাশাপাশি আরো ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রেরণা জাগ্রত হবে।

এই রিসালায় যা সৌন্দর্য রয়েছে তা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর মাহবুবে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দয়া এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মমতা ও একনিষ্ট দোয়ার প্রতিফল আর অপূর্ণতা থাকলে তা আমাদের অমনোযোগীতা ও অলসতারই কারণে।

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)
২৮ যিলকদ ১৪৩৫ হিঃ/ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৪
আল্লাহ মিয়া বলা কেমন?	৫
জান্নাতের ভাষা	৫
মৃত্যুর পর আরবী ভাষায় প্রশ্নোত্তর	৬
সর্বোত্তম ভাষা	১০
লাইটিংয়ে অত্যধিক টাকা ব্যয় করা কেমন?	১১
মাহফিলে হাজারো প্রদীপ আলোকিত ছিলো	১২
হীনমন্যতা ও এর প্রতিকার	১৪
সর্বপ্রথম পুস্তিকা	১৭
মন্দ মৃত্যু থেকে মুক্তি কিবাবে অর্জিত হবে?	১৭
শয়তান বন্ধুদের আকৃতিতে	১৯
উত্তম পণিতির পাঁচটি ওযীফা	২১
ঘরে কাফেলা অবস্থান করানোর সতর্কতা	২৬
অশ্বরোগের চিকিৎসা হিসাবে আঞ্জির ব্যবহারের পদ্ধতি	২৭
চুলকানি ও ব্যথাযুক্ত অশ্বরোগে আঞ্জির খাওয়ার পদ্ধতি	২৮
অশ্বরোগ দূর হওয়ার ওয়ীফা	২৯
আঞ্জিরের উপকারীতা	৩১

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাক** তোমাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জান্নাতিদের ভাষা

(অন্যান্য চিত্তাকর্ষক প্রশ্নোত্তর সহ)

শয়তান লাখো অলসতা প্রদর্শন করুক না কেন পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আমাকে সুসংবাদ দিলো: যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি রহমত প্রেরণ করেন এবং যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি নিরাপত্তা প্রেরণ করেন।"[১]

বেকার গুফতুগো সে মেরে জান ছুট জায়ে
হার ওয়াক্ত কাশ! লব পে দরূদ ও সালাম হো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. মুসনাদে আহমদ, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৬৪।

আল্লাহ মিয়া বলা কেমন?

প্রশ্ন: **আল্লাহ** মিয়া কি বলা যাবে নাকি যাবে না?

উত্তর: বলা যাবে না। **আল্লাহ পাক** বা **আল্লাহ তায়ালা** অথবা **আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ বলুন। আমার আক্বায়ে নেয়ামত, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "উর্দূ ভাষায় **"মিয়া"** শব্দটির তিনটি অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে দু'টি এমন, যা দ্বারা **আল্লাহ পাকের** শান ও সম্মানের পরিপন্থি আর একটির অর্থ সত্যবাদী হতে পারে। তো যখন শব্দের দু'টি নিকৃষ্ট অর্থ থাকে এবং একটি অর্থ সাধারণ ধরা হয় আর শুরুতে উল্লেখ থাকে না তখন **আল্লাহ পাকের** স্বত্বার জন্য প্রয়োগ করা নিষেধ। এর একটি অর্থ হলো **"মওলা"**। নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** হলেন মওলা, অপর অর্থ হলো **"স্বামী"**, তৃতীয় অর্থ হলো **"যেনার দালাল"** অর্থাৎ যেনাকারী ও যেনাকারীনির মধ্যস্ততাকারী।"[১]

জান্নাতের ভাষা

প্রশ্ন: জান্নাতে কোন ভাষায় কথা বলা হবে?

উত্তর: জান্নাতে আরবী ভাষায় কথা বলা হবে। আরবী ভাষা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহিমান্বিত ভাষাও,

১. মলফুযাতে আলা হযরত, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

যেমনটি **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আরববাসীকে তিনটি কারণে ভালবাসো: (১) আমি হলাম আরবী (২) কোরআন মজীদ আরবী (৩) জান্নাতের ভাষা আরবী হবে।[১]

মৃত্যুর পর আরবী ভাষায় প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: যারা আরবী ভাষা জানে না, তারা জান্নাতে আরবী কিভাবে বলবে?

উত্তর: মৃত্যুর পর সকলেরই আরবী ভাষা জানা হয়ে যায়। কবরে মুনকার নকীর আরবী ভাষাতেই প্রশ্নাবলী করে থাকে এবং মৃত ব্যক্তি সেই প্রশ্নাবলী বুঝে আর আরবী ভাষাতেই উত্তর দেয়। হযরত সায়্যিদুনা বারাআ বিন আযীব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে একজন আনসারীর জানাযায় অংশগ্রহন করেন এবং তাঁর কবরে গেলেন। যখন তাকে লাহাদে (কবরে) নামানো হলো তখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ গ্রহন করলেন, আমরাও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশেপাশে বসে গেলাম, যেনো আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবরাক হাতে একটি কাঠ ছিলো, যা দ্বারা মাটি খনন করছিলেন। অতঃপর নিজের মাথা

১. মুস্তাদরিক হাকিম, ৫/১১৭, হাদীস-৭০৮১।

www.dawateislami.net

মুবারক উত্তোলন করলেন এবং দুই বা তিনবার ইরশাদ করলেন: কবরের আযাব থেকে **আল্লাহ পাকের** আশ্রয় প্রার্থনা করো। হযরত সায়্যিদুনা হান্নাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (কবরে মৃতের নিকট) দু'জন ফিরিশতা আসে, তাকে বসায় এবং প্রশ্ন করে: مَنْ رَّبُّكَ؟ তোমার **রব** কে? সে উত্তর দিবে: رَبِّیَ اللهُ আমার **রব আল্লাহ পাক**। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসা করবেন: مَا دِیْنُكَ؟ তোমার দ্বীন কি? সে উত্তর দিবে: دِیْنِیَ الْاِسْلَامُ আমার দ্বীন হলো ইসলাম। অতঃপর তারা জিজ্ঞাসা করবে: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِیْ بُعِثَ فِیْكُمْ؟ যে ব্যক্তিত্ব তোমার প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি কে? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে উত্তর দিবে: هُوَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তিনি রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। অতঃপর ফিরিশতারা বলবে: তুমি এসব কিছু কিভাবে জানো? সে উত্তর দিবে যে, আমি **আল্লাহর** কিতাব পড়েছি, এতে ঈমান এনেছি এবং তা সত্যয়ন করেছি। অতঃপর আসমান থেকে ঘোষনা করা হয়: قَدْ صَدَقَ عَبْدِیْ আমার বান্দা সত্য বলছে, তার জন্য জান্নাত থেকে একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতি পোশাক পরিধান করিয়ে দাও আর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও, যাতে তার জন্য জান্নাতের বাতাস ও সুগন্ধ আসতে থাকে এবং

www.dawateislami.net

তার জন্য কবরকে দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাফিরের মৃত্যুর আলোচনা করলেন এবং ইরশাদ করলেন: (কবরে যাওয়ার পর) কাফিরের রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তার নিকট দু'জন ফিরিশতা আসে, তাকে উঠায় এবং তাকে বলা হয়: مَنْ رَبُّكَ؟ তোমার **রব** কে? সে উত্তর দিবে: هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ আফসোস! আমি কিছুই জানিনা। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: مَا دِيْنُكَ؟ তোমার দ্বীন কি? সে উত্তর দিবে: هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ আফসোস! আমি কিছুই জানিনা। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ যে ব্যক্তিত্ব তোমার প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি কে? সে উত্তর দিবে: هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ আফসোস! আমি কিছুই জানিনা। অতঃপর আসমান থেকে আওয়াজ প্রদান করা হবে যে, সে মিথ্যা বলছে, তার জন্য জাহান্নামের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও, আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও যেনো তার জন্য জাহান্নামের উত্তাপ এবং দূর্গন্ধ আসতে থাকে আর তার জন্য কবরকে এতই সংকীর্ণ করে দেয়া হবে এমনকি তার হাঁড়গোড় একে অপরের ভেতর ঢুকে যাবে। হাদীসে জরীর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এ এটাও রয়েছে যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অতঃপর তার উপর

www.dawateislami.net

একজন অন্ধ বধির ফিরিশতা ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেয়া হবে, যার নিকট লোহার এমন একটি হাতুড়ী থাকবে, তা যদি পাহাড়ে মারা হয় তবে তা মাটি হয়ে যাবে অতঃপর সে তা দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে একটি আঘাত করবে তখন তার আওয়াজ জ্বিন ও মানব ছাড়া প্রত্যেকেই শুনবে, যাতে (কাফির) মৃত মাটিতে মিশে যাবে, অতঃপর এতে আবারো রূহ প্রদান করা হবে।[১]

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মৃত্যুর পর প্রত্যেক ব্যক্তি লিখা পড়তে পারবে। অজ্ঞতা এই দুনিয়াতেই হতে পারে, সেখানে নয়। হাদীসে পাকে রয়েছে: كَلَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ অর্থাৎ জান্নাতবাসীর ভাষা হলো আরবী।[২] অথচ অনেক জান্নাতী দুনিয়ায় আরবী সম্পর্কে অনবহিত ছিলো। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি থেকে ফিরিশতারা আরবীতেই প্রশ্ন করে থাকে এবং তারা আরবী বুঝেও থাকে। **আল্লাহ পাক** অঙ্গীকার গ্রহনের দিন আরবীতেই সবার থেকে ওয়াদা ও চুক্তি নিয়েছিলেন তবে কি মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিকে কোন মাদরাসায় পড়ানো হবে? না বরং স্বয়ংক্রিয় ভাবে জেনে যাবে। কিয়ামতের দিন সবাইকে আমল নামা লিখিত আকারেই

১. আবু দাউদ, ৪/৩১৬, হাদীস-৪৭৫৩।
২. জামেয়ে সগীর, ২০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৫।

www.dawateislami.net

দেয়া হবে এবং অজ্ঞ ও জ্ঞানী সবাই পড়বে। যা দ্বারা জানা গেলো যে, মৃত্যুর পর প্রত্যেক ব্যক্তি আরবী জানবে আর লিখা পড়ে নিবে।[১]

সর্বোত্তম ভাষা

প্রশ্ন: সর্বোত্তম ভাষা কোনটি?

উত্তর: সকল ভাষার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো আরবী ভাষা। কোরআনে পাকও আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং জান্নাতিদের ভাষাও হবে আরবী, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আলাউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলী হাচকাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আরবী ভাষা অন্যান্য সকল ভাষার উপর ফযিলতপূর্ণ, কেননা এটা জান্নাতিদের ভাষা হবে, তাই যে এটা শিখলো এবং অন্যকে শিখালো সে প্রতিদান ও সাওয়াব পাবে, হাদীসে পাকে রয়েছে: আরববাসীকে তিনটি কারণে ভালবাসো: আমি হলাম আরবী, কোনআনে মজীদ আরবীতে এবং জান্নাতিদের ভাষা হবে আরবী।[২]

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যা বলা হয়েছে তা ভাষা হিসেবেই বলা হয়েছে, অন্যথায় একজন মুসলমানের নিজেই চিন্তা করা উচিৎ যে আরবী জানা

১. জা'আল হক, ৩৪৮ পৃষ্ঠা। ২. দুররে মুখতার, ৯/৬৯১।

www.dawateislami.net

মুসলমানের জন্য কতটা আবশ্যক, কোরআন ও হাদীস এবং দ্বীনের সকল বিধি বিধান এই ভাষাতেই, এই ভাষা না জানা কতটা কম এবং ক্ষতির বিষয়।[১]

লাইটিংয়ে অত্যধিক টাকা ব্যয় করা কেমন?

প্রশ্ন: জশনে বিলাদতের সময় লাইটিংয়ে অত্যধিক টাকা ব্যয় করা হয়, এটা কি অপচয় নয়?

উত্তর: জশনে বিলাদতের সময় লাইটিংয়ে অত্যধিক টাকা ব্যয় করা কখনোই অপচয় নয়। ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "لَاخَيْرَ فِي الْاِسْرَافِ. وَلَا اِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ" অর্থাৎ অপচয় কল্যাণ নয় আর কল্যাণে অপচয় নাই।" যে বস্তু দ্বারা যিকির শরীফের সম্মান উদ্দেশ্য হয়, কখনোই নিষেধ হতে পারে না।[২] **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য যে পুঁজি ব্যয় করা হয়, তা অপচয় নয়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাহাবুদ্দীন যুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৮ম পারা সূরা আনআমের ১৪১ নং আয়াতের (وَلَاتُسْرِفُوْا **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং অযথা ব্যয় করোনা) তাফসীরে বলেন: **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় ব্যয় করোনা। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি আবু কোবাইস পাহাড় স্বর্ণেরও হয়

১. বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৫৩। ২. মলফুযাতে আলা হযরত, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

এবং কোন ব্যক্তি তা **আল্লাহ পাকের** আনুগত্যে ব্যয় করে দেয় তবে সে অপচয়কারী হবে না এবং এক দিরহামও যদি **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় ব্যয় করে তবে অপচয়কারী হবে।[১]

অনুরূপভাবে তাফসীরে নাসফীতে ১৫তম পারা সূরা বনী ইসরাঈলের ২৬ নং আয়াতের (وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا, **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং অপব্যয় করোনা) আলোকে রয়েছে: কোন ব্যক্তি কল্যাণময় কাজে অত্যধিক সম্পদ ব্যয় করে দিলো তখন তার বন্ধু তাকে বললো: لَاخَيْرَ فِي السَّرَفِ অর্থাৎ অপব্যয়ে কোন কল্যাণ নেই। তখন সেই ব্যক্তি বললো: لَاسَرَفَ فِي الْخَيْرِ অর্থাৎ কল্যাণের কাজে ব্যয় করা কোন অপচয় নয়।[২]

মাহফিলে হাজারো প্রদীপ আলোকিত ছিলো

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শায়খ আবু আলী মুহাম্মদ বিন কাসিম রুযবারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত যে, এক বুযুর্গ যিয়াফতের আয়োজন করলেন এবং এতে এক হাজার প্রদীপ আলোকিত করেন, এক ব্যক্তি তাঁকে বললো যে, আপনি অপব্যয় করেছেন। সেই বুযুর্গ (যেহেতু তিনি বিচক্ষণ ছিলেন সেহেতু তিনি) বললেন: যাও এবং ঐ সকল প্রদীপ যা

১. তাফসীরে কবীর, ৫/১৬৫। ২. তাফসীরে নাসফী, ৬২১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

আমি **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো জন্য আলোকিত করেছি, তা নিভিয়ে দাও। সে নিভানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু কোন একটি প্রদীপও নিভাতে পারেনি।[১]

হযরত আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হুসাইন যুবাইদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন: **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করা **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় কাজ আর আউলিয়ায়ে কিরামরাও رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام তা পছন্দ করতেন, এই আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অবস্থা ভিন্ন হতো আর নিয়্যত নেক হতো।[২]

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী ওয়াকারুদ্দীন কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অপব্যয়ের অর্থ হলো যে, নাজায়িয কাজে টাকা খরচ করা বা এমন কাজে টাকা খরচ করা যার উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ নয়, যেমন; মদ, সিনেমা, গান ইত্যাদি নাজায়িয কাজে খরচ করা বা নিজের টাকা নদীতে ফেলে দেয়া অথবা নোট জ্বালিয়ে দেয়া ইত্যাদি, এই অবস্থাগুলো হলো অপচয়। এর মূলনীতি হলো: "لَاخَيْرَ فِي الْاِسْرَافِ وَلَا اِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ অর্থাৎ অপচয়ে নেকী নেই আর নেকীর কাজে ব্যয় করা অপচয় নয়।" আমাদের এই বিষয়টি বুঝে আসে না যে, শুধুমাত্র রবিউল আউয়াল মাসেই লাইটিং করা এবং পতাকা লাগানোতে মানুষ আপত্তি কেন করে? বিবাহে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে যে লাইটিং

১. ইহইয়াউল উলুম, ২/২৬। ২. ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকিন, ৫/৬৮৫।

www.dawateislami.net

হয়ে থাকে সেসম্পর্কে কিছুই বলে না আর যদি অপচয়ের এটাই অর্থ হয় যে, সর্ববস্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা অপচয়, তবে তো এইযে বাড়ি বানানো সবই অপচয় হবে, কেননা ঝুপড়িতেও তো থাকা যায়, ভাল এবং দামী পোশাক বানানোও অপচয় হবে, কেননা চট, ছাল ইত্যাদি দ্বারাও তো সতর ঢাকা যায়, ভাল খাবারে ব্যয় করাও অপচয় হবে, কেননা মোটা আটার রুটিকে চাটনি বা সিরকা দিয়ে খেয়েও তো পেট ভরতে পারে, এই সকল বিষয়ে যখন টাকা খরচ করা তার জন্য অপচয় নয়, কেননা ভাল উদ্দেশ্যে খরচ করা হচ্ছে যদিও তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। অনুরূপভাবে মিলাদের সময় ব্যয় করা অপচয় নয়, কেননা তা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ব প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।[১]

জানতে হো কিউঁ হে রৌশন আ'সমা পর কাহকাশাঁ
হে কিয়া হক নে চেরাগাঁ ঈদে মিলাদুন্নবী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

হীনমন্যতা ও এর প্রতিকার

প্রশ্ন: হীনমন্যতা কাকে বলে? তাছাড়া এর প্রতিকারও উল্লেখ করুন।

উত্তর: হীনমন্যতা অর্থ হলো, নিজেকে অপরের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা এবং নিজের উপর আত্মবিশ্বাস না থাকা। হীনমন্যতা

১. ওয়াকারুল ফতোয়া, ১/১৫৫।

www.dawateislami.net

রোগটি সাধারনত কোন কাজে বিফল হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয় বা নিজের চেয়ে উৎকৃষ্ট কারো দিকে দৃষ্টি দেয়াতে হয়ে থাকে, সেই উৎকৃষ্টতা দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবী। দ্বীনি ও দুনিয়াবী উৎকৃষ্ট কোন ব্যক্তির প্রতি তাকাবে আর কার প্রতি তাকাবে না, হাদীসে পাকে এর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দু'টি অভ্যাস এমন যে, যার মাঝে তা রয়েছে **আল্লাহ পাক** তাকে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লিখে দিবে। এর মধ্যে একটি হলো, সে দ্বীনের ব্যাপারে (অর্থাৎ ইলম ও আমলে) নিজের চেয়ে উৎকৃষ্টের প্রতি তাকাবে, তার অনুস্মরণ করবে আর দ্বিতীয়টি হলো, দুনিয়াবী ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিকৃষ্টের প্রতি তাকাবে এবং **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লিখে দিবেন এবং যে নিজের দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিকৃষ্টের দিকে তাকাবে এবং নিজের দুনিয়াবী ব্যাপারে নিজের চেয়ে উৎকৃষ্টের প্রতি তাকাবে, তবে হাতছাড়া হওয়া দুনিয়ার জন্য দুঃখ করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে না কৃতজ্ঞ হিসেবে লিখবেন না ধৈর্যশীল।"[১]

জানতে পারলাম যে, দ্বীনি ব্যাপারে নিজের চেয়ে উৎকৃষ্টের প্রতি তাকানো উত্তম আর দুনিয়াবী ব্যাপারে নিজের চেয়ে

১. তিরমিযী, ৪/২২৯, হাদীস- ২৫২০।

www.dawateislami.net

নিকৃষ্টের প্রতি তাকানো মন্দ কাজ। সুতরাং মানুষের উচিৎ যে, তারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে উৎকৃষ্টের প্রতি তাকাবে এবং তার অনুস্মরণ করবে, তার মতো হওয়ার চেষ্টা করবে এবং দুনিয়াবী ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিকৃষ্টের প্রতি তাকিয়ে নিজের উপর **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও অনুগ্রহকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াবী ব্যাপার যেমন; ধন ও সম্পদ এবং আকার আকৃতি ইত্যাদিতে হীনমন্যতার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের উচিৎ যে, তারা হাদীসে পাকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী নিজের এই রোগের চিকিৎসা করবে, সুতরাং **আল্লাহ**র **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ এরূপ ব্যক্তিকে দেখবে, যার সম্পদ ও আকৃতিতে তার চেয়ে বেশি ফযিলত অর্জিত, তবে তার উচিৎ যে, সে যেনো তার চেয়ে নিকৃষ্টের প্রতিও তাকায়।"[১]

অনুরূপভাবে কোন কাজে বিফল হওয়ার কারণে হীনমন্যতার শিকার হওয়া ব্যক্তির উচিৎ যে, যে নিজের মানসিকতা এভাবে বানাবে, যদি তাদের একবার বিফলতার সম্মুখীন হতে হয়ও তবে জীবনে অনেকবার তাদের সফলতাও তো নসীব হয়েছে। এছাড়াও সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার অভ্যাস

১. বুখারী, ৪/২৪৪, হাদীস- ৬৪৯০।

www.dawateislami.net

গড়ুন, কেননা অযু অবস্থায় থাকাতে যেভাবে অন্যান্য উপকারীতা ও বরকত অর্জন হয়, তেমনি হীনমন্যতা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

সর্বপ্রথম পুস্তিকা

প্রশ্ন: আপনি আপনার জীবনে সর্বপ্রথম কোন পুস্তিকাটি লিখেছেন?

উত্তর: আমি আমার জীবনের সর্বপ্রথম পুস্তিকা **"আহমদ রযার জীবনী"** ওরশে রযার সময় লিখি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ২৫ সফরুল মুজাফফর ১৩৯৩ হিজরীতে আমার এই পুস্তিকা মুবারাকা লিখার সৌভাগ্য অর্জন করি।

তু নে বাতিল কো মিঠায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা
দ্বীন কা ঢঙ্কা বাজায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা
হে বদরগাহে খোদা আত্তারে আযীয কি দোয়া
তুঝ পে হো রহমত কা ছায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

মন্দ মৃত্যু থেকে মুক্তি কিভাবে অর্জিত হবে?

প্রশ্ন: মন্দ মৃত্যু থেকে মুক্তি কিভাবে অর্জিত হতে পারে?

উত্তর: মন্দ মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বদা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং নেকীতে লিপ্ত থাকা আবশ্যক, যাতে নেককাজ করতে করতে উত্তম অবস্থায় মৃত্যু আসে। হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْم অর্থাৎ আমল তার পরিণতির

www.dawateislami.net

উপর নির্ভরশীল।[১] এই হাদীসে পাকের আলোকে প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যেমন কাজ হবে, তেমনই পরিণতি হবে, সুতরাং বান্দার উচিৎ যে, সর্বদাই নেক কাজ করা, কেননা সম্ভবত এটাই তার শেষ সময়।[২]

প্রত্যেককে সর্বদা নিজের ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা থাকা উচিৎ এবং মন্দ মৃত্যুর প্রতি ভীত থাকা উচিৎ, কেননা আমরা জানিনা যে, আমাদের সম্পর্কে **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনা কি, জানিনা আমাদের শেষ পরিণতি কিভাবে হবে? হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: মন্দ মৃত্যু থেকে নিরাপত্তা চাও, তবে পুরো জীবন **আল্লাহ পাকের** আনুগত্যে অতিবাহিত করো এবং প্রত্যেকটি গুনাহ থেকে বিরত থাকো, অবশ্যই তোমাদের উপর আরেফিনদের ন্যায় ভয় যেনো প্রাধান্য বিস্তার করে, এমনকি এর কারণে তোমাদের কান্নাকাটি দীর্ঘায়িত হয়ে যায় এবং তোমরা সর্বদা বিষন্ন থাকো। সামনে অগ্রসর হয়ে আরো বলেন: তোমাদের উত্তম পরিণতির প্রস্তুতিতে[৩] লিপ্ত থাকা উচিৎ। সর্বদা **আল্লাহর** যিকিরে লেগে

১. বুখারী, ৪/২৭৪, হাদীস- ৬৬০৭। ২. মিরাতুল মানাজিহ, ১/৯৫।

৩. শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কম সময়ে সহজতার সহিত দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত করার জন্য ইসলামী ভাইদেরকে ৭২টি, ইসলামী ☛

www.dawateislami.net

থাকো, অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা বের করে দাও, গুনাহ থেকে নিজের অঙ্গকে বরং অন্তরকেও বাঁচিয়ে রাখো, যেভাবে সম্ভব হয় খারাপ মানুষের দিকে তাকানো থেকেও বিরত থাকো, কেননা এতেও অন্তরে প্রভাব পরে থাকে এবং তোমাদের মানসিকতা সেদিকে ধাবিত হতে পারে।[১]

শয়তান বন্ধুদের আকৃতিতে

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেনঃ মৃত্যুর সময় শয়তান নিজের চেলাদেরকে মৃত্যু পথযাত্রীর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের আকৃতিতে নিয়ে পৌঁছে। তারা সবাই বলে, ভাই! আমরা তোমার পূর্বে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছি। মৃত্যুর পর যা কিছু রয়েছে তা সম্পর্কে আমরা ভালভাবে অবগত রয়েছি। এখন তোমার পালা। আমরা তোমাকে সহানুভূতিশীল পরামর্শ দিচ্ছি যে, তুমি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে নাও, কারণ এ ধর্মই **আল্লাহ পাকে**র দরবারে

☛ বোনদেরকে ৬৩টি, ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদেরকে ৯২টি, ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীনিদের ৮৩টি এবং মাদানী মুন্না ও মুন্নিদেরকে ৪৯টি প্রশ্নোত্তর আকারে মাদানী ইনআমাত প্রদান করেছেন। প্রতিদিন আমলের পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার ছক পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের ১ম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে সুন্নাতের অনুস্মরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমানের নিরাপত্তা বিধানের মানসিকতা অর্জিত হবে। (মাদানী মুযাকারা মজলিশ)

১. ইহইয়াউল উলুম, ৪/২১৯-২২১।

www.dawateislami.net

গ্রহণযোগ্য। যদি মৃত্যুপথযাত্রী তাদের কথা না মানে তবে অনুরূপভাবে অন্যান্য শয়তানরা বন্ধুদের আকৃতিতে এসে বলে, তুমি খ্রীষ্টানদের ধর্ম গ্রহণ করে নাও, কারণ এ ধর্মই (হযরত) মূসা (عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর ধর্মকে রহিত করেছিলো। এভাবেই নিকট আত্মীয়দের আকৃতিতে দলগুলো এসে বিভিন্ন ভ্রান্ত দলগুলোকে গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়। সুতরাং যার ভাগ্যে সত্য থেকে ফিরে যাওয়া লিখা থাকে, সে ঐ সময় টলমল অবস্থায় পড়ে যায় আর ভ্রান্ত ধর্ম অবলম্বন করে নেয়।[১] **আল্লাহ পাক** আমাদের অবস্থার প্রতি দয়া করুক, অন্তিম মুহূর্তে জানিনা আমাদের কি হবে! আমরা দোয়া করছি: হে **আল্লাহ পাক**! অন্তিম মুহূর্তে আমাদের নিকট যেনো শয়তান না আসে বরং **রাহমাতুল্লিল আলামিন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেনো দয়া করে।

নায'আ কে ওয়াক্ত মুঝে জলওয়ায়ে মাহবুব দেখা
তেরা কিয়া যায়ে গা মে শাদ মরোঙ্গা ইয়া রব!
মুসলমাঁ হে আত্তার তেরে আতা সে
হো ঈমান পর খাতিমা ইয়া ইলাহী (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের দয়া থেকে কখনোই নিরাশ হবেন না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত

১. আদ দুররাতুল ফাখিরাত, ৫১১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

করে নিন, إِنْ شَآءَ الله ঈমানে নিরাপত্তা বিধানের মানসিকতা অর্জিত হতে থাকবে। যখন মানসিকতা তৈরী হবে তখন অনুভূতি সৃষ্টি হবে, গাম্ভির্যতা অর্জিত হবে এবং দোয়ার জন্য হাত উঠবে, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এভাবে আরয করবে:

তু নে ইসলাম দেয়া, তু নে জামাআত মে লিয়া
তু করম আব কোয়ি ফিরতা হে আতিয়া তেরা (হাদায়িকে বখশীশ)

উত্তম পরিনতির পাঁচটি অযীফা

প্রশ্ন: ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করার জন্য কয়েকটি অযীফা বর্ণনা করুন।

উত্তর: এক ব্যক্তি আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করার জন্য দোয়া চাইলেন। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন:

(১) (প্রতিদিন) সকালে ৪১বার يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ (অনুবাদ: হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।) আগে ও পরে (একবার করে) দরূদ শরীফ পাঠ করে নিন।[১]

১. আল অযীফাতুল করীমা, ২১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

(২) শোয়ার সময় নিজের সকল অযীফা আদায়ের পর সূরা কাফিরূন প্রতিদিন পাঠ করে নিন। এরপর কথাবার্তা বলবেন না। হ্যাঁ যদি প্রয়োজন হয় তবে কথা বলার পর পুনরায় সূরা কাফিরূন তিলাওয়াত করে নিন, যাতে এটাই সর্বশেষ হয়। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঈমান সহকারে মৃত্যু হবে।

(৩) তিনবার সকালে ও তিনবার সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পাঠ করুন: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَّعْلَمُهٗ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهٗ (অনুবাদ: **হে আল্লাহ্!** আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐ বস্তুর সাথে তোমাকে অংশীদার করা থেকে এবং যা আমরা জানি না তা থেকে ক্ষমা চাচ্ছি।)[১]

(৪) তাফসীরে সাভীতে রয়েছে: যে ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা খিযর عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নাম, উপনাম, পিতার নাম ও উপাধী সহকারে মুখস্ত রাখবে, اِنْ شَآءَ الله তার ঈমান সহকারে শেষ পরিনতি হবে। তাঁর নাম, উপনাম, পিতার নাম ও উপাধী এরূপ: **আবুল আব্বাস বালইয়া বিন মালকানাল খিযর।**[২]

(৫) بِسْمِ اللهِ عَلٰى دِيْنِىْ بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَوُلْدِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ (অনুবাদ: **আল্লাহ পাকের** নামের বরকতে আমার প্রাণ, দ্বীন, সন্তান এবং পরিবার ও সম্পদ নিরাপদে থাকুক।) সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করুন। দ্বীন, ঈমান, প্রাণ, সম্পদ, সন্তান সবকিছু

১. আল অযীফাতুল করীমা, ১৭ পৃষ্ঠা। ২. তাফসীরে সাভী, ৪/১২০৭।

www.dawateislami.net

নিরাপদ থাকবে।[১] (সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত রাত এবং অর্ধরাত থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ চমকানো পর্যন্ত সকাল বলা হয়)[২]

দুনিয়া মে হার আ'ফত সে বাঁচানা মওলা!
উকবা মে না কুছ রঞ্জ দেখানা মওলা!
বেয়ঠো জু দরে পাকে পায়ম্বর কে হুযুর
ঈমান পে উস ওয়াক্ত উঠানা মওলা! (হাদায়িকে বখশীশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণের জন্য উত্তম সহচর্য অবলম্বন করা এবং মন্দ সহচর্য থেকে নিজেকে বাঁচানো খুবই জরুরী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং আশিকানে রাসূলের সহচর্যে অবস্থানকারীদেরও **আল্লাহ পাকে**র রহমতে মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব হয়ে যায়। এপ্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার শুনুন:

রবিবার ২৬ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪২০ হিজরী, ১১ জুলাই ১৯৯৯ ইং দুপুরের সময় পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ শহর লালামূসার একটি ব্যস্ত সড়কে একটি ট্রেইলার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন যিম্মাদার, মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ইসলামপুর, লালামূসার অধিবাসী মুহাম্মদ মুনীর হোসাইন আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জঘন্যভাবে পিষ্ট করে দিলো। এমনকি তার পেটের দিকে উপরের অংশ ও নিচের অংশ আলাদা হয়ে গেলো। কিন্তু আশ্চার্যের

১. আল অযীফাতুল করীমা, ১৭ পৃষ্ঠা। ২. আল অযীফাতুল করীমা, ১৬ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

বিষয় ছিলো যে, তবু সে বেঁচে ছিলো এবং আরো আশ্চার্যের বিষয় হলো, তার হুঁশ এতই বহাল ছিলো যে, উচ্চ আওয়াজে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله এবং اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله পাঠ করছিলো। লালামূসার হাসপাতালে ডাক্তাররা অপারগতা প্রকাশ করলে তাকে গুজরাট শহরের আযীয বাট্টি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে হাসপাতালে নেয়া ইসলামী ভাইয়ের শপথকৃত বর্ণনা হলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুহাম্মদ মুনীর হোসাইন আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুখে সারা রাস্তায় এভাবেই উচ্চ আওয়াজে দরূদ ও সালাম এবং কলেমা তায়্যিবা অব্যাহত ছিলো। এই মাদানী দৃশ্য দেখে ডাক্তাররাও আশ্চার্য ও বিস্মিত ছিলো! সে জীবিত আছে কিভাবে! এবং হুঁশ এভাবে বহাল আছে যে, উচ্চ আওয়াজে দরূদ ও সালাম এবং কলেমা তায়্যিবা পাঠ করে যাচ্ছে! তাদের ভাষ্য হলো, আমরা আমাদের জীবনে এরূপ উদ্যম ও হিম্মত সম্পন্ন পুরুষ প্রথমবারই দেখলাম। কিছুক্ষণ পর সেই সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূল মুহাম্মদ মুনীর হোসাইন আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহর মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে খুবই অস্থিরতার সহিত এভাবে ফরিয়াদ করলো:

ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এসে যান।

ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে সাহায্য করুন।

ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে ক্ষমা করে দিন।

www.dawateislami.net

এরপর উচ্চ আওয়াজে "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ الله" পাঠ করে সবসময়ের জন্য চুপ হয়ে গেলো। **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দয়া করুক এবং তার সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ওয়াস্তা পেয়ারে কা এ্যয়সা হো কেহ জু সুন্নী মরে
ইয়ুঁ না ফরমায়ে তেরে শাহিদ কেহ ওহ ফাজির গেয়া
আরশ পে ধুমে মাচিঁ ওহ মুমিনে সালেহ মিলা
ফরশ সে মাতম উঠে ওহ তায়্যিব ও তাহির গেয়া (হাদায়িকে বখশীশ)

এই ঘটনাটি তখন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুহাম্মদ মুনীর হোসাইন আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদার ছিলো এবং দূর্ঘটনার একদিন পূর্বেই আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের কাফেলা থেকে সফর করে ফিরেছিলো। মরহুম প্রতিদিন সাদায়ে মদীনাও[১] দিতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এমন মনে হয় মুহাম্মদ মুনীর হোসাইন আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র খেদমত কবুল হয়েছিলো এবং তার শেষ মুহূর্তে কলেমা তায়্যিবা নসীব হয়ে গেলো। যার মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব হয়ে যায় اِنْ شَآءَ الله তার আখিরাতে তরী পাড় হয়ে যাবে। যেমনটি **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার শেষ বাক্য "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ" হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

---

১. দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ফজরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানোকে "সাদায়ে মদীনা" বলে। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)
২. আবু দাউদ, ৩/২৫৫, হাদীস- ৩১১৬।

ফযল ও করম জিস পর ভি হুয়া
লব পর মরতে দম কালেমা
জারি হুয়া, জান্নাত মে গেয়া

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

ঘরে কাফেলা অবস্থান করানোর সতর্কতা

প্রশ্ন: কারো ঘরে কাফেলা অবস্থান করানো অবস্থায় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর: যথাসম্ভব মসজিদ বা ইবাদতখানাতেই কাফেলা অবস্থান করানোর ব্যবস্থা করুন। বিশেষ অপরগতা অবস্থায় কারো ঘরে কাফেলা অবস্থান করাতে হলে তবে কঠোরভাবে পর্দার ব্যবস্থা করবে, ঘরের কোন ধরনের যেনো ক্ষতি না হয়, বাড়ির মালিককে অযথা প্রশ্ন না করা, অহেতুক মন্তব্য না করা যেমন; এটা কত দিয়ে নিয়েছেন? কেন নিয়েছেন? এটা এখানে কেন রেখেছেন? পরিষ্কার কেন করেননি? ইত্যাদি, তাছাড়া বাড়ির মালিকের কোন ধরনের বোঝা না হওয়া, নিজেদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা নিজেরাই করা। সে দিলেও যথাসম্ভব ভালবাসার সহিত বুঝিয়ে ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করলে বাড়ির মালিকের উপর খুবই ভাল একটা প্রভাব পরবে এবং সে ভবিষ্যতেও اِنْ شَآءَ الله আপনাদেরকে স্বাগতম জানাবে আর অসতর্কতা অবলম্বন করা অবস্থায় সে অসন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

www.dawateislami.net

অশ্বরোগের চিকিৎসা হিসেবে আঞ্জির ব্যবহারের পদ্ধতি

প্রশ্ন: অশ্বরোগের কারণ এবং চিকিৎসা হিসেবে আঞ্জির ফল ব্যবহারের পদ্ধতিও জানিয়ে দিন?

উত্তর: অশ্বরোগের তিনটি মূল কারণ রয়েছে: (১) পুরনো কোষ্ঠকাঠিণ্য (২) পাকস্থলীর বায়ূ (৩) চেয়ারে বসা, এই বিষয়গুলোর কারণে পায়ূ পথের আশেপাশে ভেতরের শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে যায়, যার কারণে সেই শিরাগুলো ফুলে পাইলসের আকার ধারন করে বাইরে বেরিয়ে আসে বা ভেতরের দিকে রয়ে যায়। অনেকের অশ্বরোগ একই সময় ভেতরে ও বাইরে উভয় দিকে হয়ে থাকে। যার অশ্বরোগ হয়েছে তার উচিৎ যে, সে যেনো আঞ্জির ফল ব্যবহার করে, কেননা তা অশ্বরোগ এবং জোড়ার ব্যাথাকে দূর করে দেয়।

আঞ্জির ফল ব্যবহারের পদ্ধতি হলো, পাঁচটি আঞ্জিরকে টুকরো করে পরিমান মতো দুধের সাথে সিদ্ধ করে নিন এবং ঠান্ডা করে ঘুমানের সময় খেয়ে নিন। এটা রক্ত পড়া অশ্বরোগের জন্য পরীক্ষিত চিকিৎসা। اِنْ شَآءَ الله রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত এটা অব্যাহত রাখুন, যদি স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা হয় তবুও উপকারই উপকার। আঞ্জিরের সংখ্যা কম বেশিও করা যাবে।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **"নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আঞ্জির শরীফ পূর্ণ একটি থালা উপস্থাপন করা হলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে আহার করলেন এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে ইরশাদ করলেন: যদি আমি বলি যে, জান্নাত থেকে কোন ফল অবতীর্ণ হয়েছে, তবে তা এটাই। কেননা জান্নাতের ফল বিচি বিহীন হবে, অতএব এটা খাও, কেননা নিশ্চয় এটা অশ্বরোগকে নিঃশেষ করে দেয় এবং জোড়ার ব্যাথার জন্য উপকারী।"[১]

চুলকানি ও ব্যথাযুক্ত অশ্বরোগে আঞ্জির খাওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন: অশ্বরোগে যদি রক্ত না আসে কিন্তু চুলকানি ও ব্যাথা হয় তবে এতে আঞ্জির কিভাবে খাবে?

উত্তর: যদি কষ্ট বেশি হয় তবে মধুর শরবতের (অর্থাৎ মধু মিশ্রিত পানি) সাথে প্রতিদিন সকালে মুখ না ধুয়ে পাঁচটি শুকনো আঞ্জির খেয়ে নিন। ধারাবাহিকভাবে এই পদ্ধতিতে আমল করাতে اِنْ شَآءَ الله চার মাস থেকে দশ মাসের মধ্যে পাইলস শুকিয়ে যাবে। (এই চিকিৎসা পদ্ধতি রক্তযুক্ত অশ্বরোগের জন্যও উপকারী) যদি অশ্বরোগে কষ্ট কম হয় এবং বদ হজমী বেশি হয় তবে প্রত্যেকবার আহারের আধা ঘন্টা পূর্বে

১. আত তিব্বুন নববী লি ইবনে নাঈম, ২/২৮৫।

www.dawateislami.net

শুকনো আঞ্জির তিনটি খেয়ে নিন। যদি শুধুমাত্র পেটে বোঝা অনুভূত হয় তবে প্রতিবার আহারের পর তিনটি আঞ্জির খেয়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله উপকার হবে।

অশ্বরোগ দূর হওয়ার অযীফা

প্রশ্ন: অশ্বরোগ দূর করার জন্য কোন অযীফাও বলে দিন।

উত্তর: আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রক্তযুক্ত ও বায়ুযুক্ত উভয় প্রকারের অশ্বরোগ থেকে মুক্তির জন্য একটি খুবই অনন্য আমল বর্ণনা করেছেন। জনাব সৈয়্যদ আইয়ুব আলী সাহেব বর্ণনা করেন যে, এক লোক উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমার কষ্টদায়ক অশ্বারোগ রয়েছে। বললেন: আমাদের এখানে **মজমুয়ায়ে আমলে** একটি আমল লিপিবদ্ধ রয়েছে, এর উপর আমল করুন اِنْ شَآءَ الله খুবই দ্রুত আরোগ্য লাভ হবে। অশ্বরোগ রক্তযুক্ত হোক বা বায়ুযুক্ত, উভয়ের জন্য এই আমল উপকারী।

প্রতিদিন দুই রাকাত নামায পড়ুন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা শরীফ, সূরা ইনশিরাহ (আলম নাশরাহ) এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা শরীফের পর সূরা ফীল পাঠ করুন। সালাম ফিরানোর পর পড়ুন: اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْۢبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ অথবা এভাবে পড়ুন: اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْۢبِیْ سُبْحٰنَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ رَبِّیْ

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ رَبِّیْ কয়েকদিন লাগাতার পাঠ করাতে রোগ দূর হয়ে যাবে।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং সুন্নাত প্রশিক্ষণের কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন, কেননা اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সহচর্যে অবস্থান করে তাদের নিকটে করা দোয়ার দ্বারাও অসুস্থতা দূর হয়ে যায় এবং আশা পূরণ হয়। আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভের জন্য কাফেলায় সফরের বরকতে অভ্যন্তরীন রোগে জর্জড়িত এক রোগীর আরোগ্য লাভের মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি। এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ যে, আমি অনেকদিন থেকে কিছু অভ্যন্তরীন রোগের শিকার ছিলাম। অসুস্থতার মাত্রা এত বেশি ছিলো যে, যখনই ঘুমাতাম কষ্ট হয়ে যেতো। চিকিৎসায় অনেক টাকা খরচ করার পরও আরোগ্য লাভ হলো না, আমি এই রোগে বিরক্ত হয়ে গেলাম। আমি যখন শুনলাম যে, কাফেলায় দোয়া কবুল হয় তখন সাহস করে সুন্নাত প্রশিক্ষণের কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফেলায় সফর করার সময় আমি দোয়া করলাম এবং এর বরকতে আমার রোগ এমনভাবে দূর হয়ে গেলো যে, যেনো কখনো ছিলোই না!

১. হায়াতে আলা হযরত, ৩/১০৩।

www.dawateislami.net

আঞ্জিরের উপকারীতা

প্রশ্ন: অশ্বরোগের চিকিৎসা ছাড়াও কি আঞ্জিরের আর কোন উপকারীতা রয়েছে?

উত্তর: কেন থাকবে না! মুখ না ধুয়ে আঞ্জির খাওয়াতে আশ্চার্যজনক উপকারীতা রয়েছে। এটি অন্ত্রকে প্রসারিত করে পেট থেকে বায়ু বের করে দেয়, এর সাথে যদি বাদামও খাওয়া হয় তবে পেটের অধিকাংশ রোগ দূর হয়ে যায়। তাফসীরে আবু সাউদে ৩০তম পারা সূরা আত ত্বীনের ১ম আয়াত (وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আঞ্জিরের শপথ এবং যাইতুনের) এর আলোকে রয়েছে: আঞ্জির শরীফ বিশেষ বৈশিষ্টের ধারক। এটি ঐ মুবারক ফল, যার কোন অংশই ফেলার (অর্থাৎ ছিলকা এবং বিচি) নয়, হালকা ও দ্রুত হজম হওয়া খাবার এবং অত্যধিক উপকারী ঔষধ, এটি স্বভাবে নম্রতা সৃষ্টি করে, (জমে যাওয়া) কফ বের করে দেয়, পাকস্থলি পরিষ্কার করে, পিত্ত থলির পাথরকে দূর করে, শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট করে এবং তিল্লি ও কলিজার বাঁধা খুলে দেয়। হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন মূসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: আঞ্জির মুখের দূর্গন্ধকে দূর করে, চুল লম্বা করে এবং প্যারালাইসিস থেকে নিরাপদ রাখে।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. তাফসীরে আবু সাউদ, ৫/৮৮৩।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : খোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৮৩৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net